অধ্যায় ৭

উপসংহার

একটি আন্তর্জাতিক নির্দেশনা মান হবার কারণে আইএসও ২৬০০০ এর একটি সত্যিকারের সুবিধা হচ্ছে কোম্পানির সম্পূর্ণ সাপ্লাই চেইন অথবা মূল্য সংযোজন শৃঙ্খল জুড়েই সামাজিক দায়িত্বশীলতাকে উন্নীত করার জন্য এটি উপযুক্ত পথ বের করে দেবার কাজটি সম্ভব করতে পারে। কাঁচামাল আহরণ থেকে শুরু করে কারখানাজাতকরণের মধ্য দিয়ে পণ্য সরবরাহ পর্যন্ত, কিংবা নিটওয়্যার বা গার্মেন্টস-এর ক্ষেত্রে খুচরা ক্রেতার কাছে পণ্য বিক্রয় হওয়া পর্যন্ত ধাপসমূহে সংযুক্ত সকল ব্যক্তিই সামাজিক দায়িত্বশীলতার একই মূল্যবোধ দ্বারা পরিচালিত হতে পারে।

আপনার কোম্পানিতে দায়িত্ব ও নাগরিক কর্তব্যসমূহ চিহ্নিতকরণের জন্য একটি কার্যকর উপায় হচ্ছে আইএসও ২৬০০০ এর সাতটি মূলনীতি ও সাতটি মূল বিষয়ের সাথে পরিচিত থাকা। আপনাকে দেশের আইন ও নিয়ম-কানুনসমূহ মেনে চলতে হবে এবং তারপর আপনার কর্মশক্তি, আপনার সমাজ এবং সত্যিকার অর্থে আপনার সকল স্টেকহোল্ডারকে অতিরিক্ত সুবিধা দিতে হবে।

আইএসও ২৬০০০ বোঝার ক্ষেত্রে যদি কোনো অসুবিধা হয়, তাহলে কিভাবে আইএসও ২৬০০০ এর মূলনীতি ও মূল বিষয়সমূহের সাথে সম্মত হওয়া যায়, কিংবা প্রতিষ্ঠান ও কারখানাসমূহ সামাজিক দায়িত্বশীলতার আন্তর্জাতিক মানসমূহ কতটুকু পরিমাণ ধারণ করতে পারছে সেটা কিভাবে পরিমাপ ও সেই সাপেক্ষে প্রতিবেদন তৈরি করা যায় এ ব্যাপারে মালিক ও ব্যবস্থাপকদের নির্দেশনা ও প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য কনসালটেন্সির প্রয়োজন পড়তে পারে। সামাজিক দায়িত্বশীলতার 'কেপিআই (KPI) টুল' এই উন্নয়ন ও মূল্যায়ন পদ্ধতিতে উপকারী হতে পারে।

আইএসও ২৬০০০ এর সর্বোত্তম ব্যবহারের জন্য আপনার ব্যবসায় খাতকে প্রস্তুত হতে হলে বাংলাদেশে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য কার্যক্রম পরিচালনার প্রয়োজন হবে। সামাজিক দায়িত্বশীলতা ও আইএসও ২৬০০০-কে ব্যাখ্যা ও উন্নীত করার জন্য এবং সদস্য কোম্পানিসমূহকে প্রশিক্ষণ দেবার ক্ষেত্রে বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রণালয় ও বাণিজ্যিক সমিতিসমূহের একটি ভূমিকা রয়েছে। বাংলাদেশে সামাজিক দায়িত্বশীলতার মূল্যায়ন পদ্ধতি ও সামাজিক দায়িত্বশীলতার মাপদন্ড মান উন্নীত করার ক্ষেত্রেও এই প্রতিষ্ঠানসমূহ ভূমিকা রাখতে পারে। এই মাপদন্ডসমূহ ব্যবহার করে বাংলাদেশী কোম্পানিগুলো সার্কভুক্ত দেশসমূহ বা এর বহির্ভূত অন্যান্য প্রতিযোগী রাষ্ট্রসমূহের সাথে তাদের সামাজিক দায়িত্বশীলতার অবস্থান কতটা অনুকূল সেটাও তুলনা করতে পারবে। উত্তর আমেরিকান ও ইউরোপীয় ক্রেতা ও নীতিবান খুচরা ক্রেতাদেরকেও আপনি এভাবেই সামাজিক দায়িত্বশীলতা ক্ষেত্রে অর্জনসমূহ দেখিয়ে বোঝাতে পারেন যে সামাজিক দায়িত্বশীলতার ক্ষেত্রে বাংলাদেশে বিশ্বমানের উন্নয়ন ঘটছে। উদ্দেশ্য একটিই, বাংলাদেশে বিশ্বখ্যাত সামাজিক দায়িত্বশীলতা তৈরি করা।